৩.৮.৩ আচরণবাদ (Behaviouralism)

উনবিংশ শতক পর্যন্ত রাজনীতির আলোচনায় গুরুত্ব পেয়েছে দর্শন, আইন, ইতিহাস, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির আলোকে রাষ্ট্র বা রাষ্ট্র সম্পর্কিত সমস্যাকে জানার এক প্রচেষ্টা। বিংশ শতকের প্রথম দশক থেকেই রাজনীতির আলোচনার ক্ষেত্রে একটি পরিবর্তনের সূচনা হল। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা ব্যক্তিকে রাজনীতির একক হিসাবে গ্রহণ করলেন এবং বিশেষ অবস্থায় ব্যক্তির আচরণ কী বা কেমন হয় তা জানতে চাইলেন। বাড়ি বানাতে গেলে যেমন ইটের প্রয়োজন অনেকটা সেইভাবেই ব্যক্তিকে দেখা হল রাষ্ট্র-স্থাপত্যকার্যের প্রধান উপাদান হিসাবে। রাজনীতি কীভাবে ব্যক্তির আচরণকে প্রভাবিত করে বা ব্যক্তির আচরণ কীভাবে রাজনীতিকে প্রভাবিত করে এটা দেখাবার চেষ্টা হল। ইস্টন আচরণবাদী গবেষণাকে একটি বৌদ্ধিক ও শিক্ষাগত আন্দোলন (Intellectual Revolution) হিসাবে অভিহিত করলেন। 'The Political System an Inquiry into the State of Political Science' (1953) গ্রন্থে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অভিজ্ঞতাবাদী তত্ত্বের বিকাশে আচরণবাদ যে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছে ইস্টন একথা স্বীকার করেছেন। পরবর্তীকালে প্রকাশিত 'A Framework for Political Analysis' গ্রন্থে ইস্টন লিখেছেন :

> 'Indeed, the remarkable feature about this intellectual revolution has been the rate at which the whole discipline has been able to shift direction and yet remain in basic control of its intellectual apparatus. It stands as testimony to the rich reservoir of talent, skills and inherit knowledge that have become embodied in Political Science as a discipline. In so short a time a revolution in general perspectives has occured, new concepts are being proliferated at an ever increasing pace, and new conceptual structures with varying degrees of explicitness have been advanced for research and serious consideration."[১]

১. Easton, p. 3.

ডেভিড ইস্টন জানালেন এই বৌদ্ধিক আন্দোলনের প্রভাব পড়েছে সামগ্রিকভাবে সমাজবিজ্ঞানের ওপর। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এই নতুন তত্ত্ব, প্রায় এক দশকের বেশি সময় ধরে যে নিজেকে প্রকাশ করার লড়াই চালাচ্ছিল, যে উদ্‌বেগের মধ্যে চলেছিল তা শেষ পর্যন্ত নিজের গতি, নিজস্ব জীবন লাভ করেছে। আচরণবাদী আন্দোলনের সূত্রে আচরণবাদী বিশ্লেষণ পেয়েছে নতুন উৎসাহ, নব ধারা। এই আন্দোলনই বোঝাতে পেরেছে অভিজ্ঞতাবাদী রাজনৈতিক তত্ত্ব আসলে আচরণবাদী তত্ত্ব। নতুন এই তাত্ত্বিক ধারা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের চিন্তায় ও বিকাশে অসামান্য অবদান রেখেছে। রাজনৈতিক আচরণ রাজনৈতিক গবেষণার এক নতুন বিশ্লেষণ হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেল।

● **আচরণবাদের বিকাশ**

আচরণবাদী গবেষণা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টিভঙ্গি হিসাবে প্রচার পেল। ইতিপূর্বে গ্রাহাম ওয়ালাস আচরণবাদের মূল বক্তব্য প্রকাশ করেছেন তাঁর 'Human Nature in Politics' (১৯০৮) গ্রন্থে। ওয়ালাস রাজনীতির চর্চায় বাস্তবতার দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন। ওয়ালাস বলেছেন, রাজনীতির ছাত্রকে সচেতনভাবে হোক বা অসচেতনভাবেই হোক মানবপ্রকৃতি সম্পর্কে অবশ্যই একটি ধারণা গঠন করতে হবে। ওয়ালাস মনে করেন (১) মানবচরিত্র এতটাই জটিল যে-কোনো সরল এবং সাধারণ ব্যাখ্যা দিয়ে তাকে বোঝা যাবে না। তথ্য ও প্রমাণের ওপর নির্ভর করে, পরিমাণগত উপাদানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে মানবচরিত্রকে বিশ্লেষণ করতে হবে। (২) রাজনীতির চরিত্র ও প্রকৃতি বদল হলে মানবপ্রকৃতিও বদলে যায়। প্রতিনিধিমূলক শাসনব্যবস্থা, সাংবিধানিক ঐতিহ্য রাজনৈতিক দলের উদ্ভবে সাহায্য করলেও, মানবপ্রকৃতিই ছিল এই ব্যবস্থার উৎস। মানুষ দল গঠন করতে না চাইলে গোষ্ঠীর উদ্ভব হত না। (৩) সচেতন যুক্তিবাদের চেয়ে রাজনীতির বিকাশে মানুষের মানসিক, অবস্থা অর্থাৎ ভয়, অভ্যাস, আবেগ, অনুভূতি, সহজাত প্রবৃত্তি বেশি কার্যকর।

ইউলাউ, এলডার্সভেল্ড ও জানোউইট্‌জ (Eulau, Eldersveld, Janowitz) তাঁদের 'Political Behaviour' (১৯৭২) গ্রন্থে জানালেন 'Accidental or not, the publication in 1908 of two seminal books probably marks the beginning of the modern political behaviour approach..... If Wallas called for a revival of the study of 'human nature' in politics, or as we would say today, of 'personality', Bentley suggested as the raw materials of politics the activities and relationships of those social groups whose unending interactions constitute society."[১] বেন্টলের অনুসন্ধানে রাজনীতির উপকরণ হল গোষ্ঠী, তাদের আচরণ ও কার্যকলাপ (বেন্টলের কথায়, 'when the groups are stated everything is stated.')। বেন্টলে বিশ্বাস করেন মানবসমাজের অস্তিত্ব বিরাট ও বিশাল সংখ্যক মানুষের চিন্তাভাবনা ও কাজে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মানুষের এই কার্যকরী উপস্থিতি রাজনীতি। 'Great groups of active men'-কেই বেন্টলে রাজনীতির বাস্তব উপাদান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে ফ্রাঙ্ক কেন্ট 'Political Behaviour, The Heretofore Unwritten Laws, Customs and Principles of Politics as practised in the united States' রচনায় বলেছেন রাজনৈতিক আচরণ হল সাংবাদিকের বাস্তবতাবোধ, সাংবাদিকের প্রত্যক্ষ দৃষ্টি নিয়েই একে বুঝতে হবে। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই আচরণবাদ ধারণাটি জনপ্রিয় হয়েছে। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শিকাগো শহরে মেরিয়ামের নেতৃত্বে একদল গবেষক মিলিত হয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গবেষণায় এক নতুন ধারা নিয়ে এলেন। মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞান সংস্থার সভাপতি হিসাবে মেরিয়াম বললেন, 'এমন একটা দিন আসবে যখন আমরা আনুষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গি ছেড়ে অন্যান্য বিজ্ঞানের মতো নতুন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে পারি এবং রাজনৈতিক আচরণকে আমাদের গবেষণার অন্যতম বিষয় হিসাবে ভাবতে শুরু করতে পারি।' দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে আচরণবাদী আন্দোলনের ক্ষেত্রে সোচ্চার হল মেরিয়াম ও তাঁর দুই সুযোগ্য শিষ্য লাসওয়েল ও কাপলানের নেতৃত্বে শিকাগো গবেষণা গোষ্ঠী। এঁদের সঙ্গে এলেন ই. পেন্ডলেটন হেরিং-এর মার্কিন সমাজবিজ্ঞান পরিষদ ও এর অধীনে গঠিত রাজনৈতিক আচরণ-সংক্রান্ত কমিটি, মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ক্যাটলিনের নেতৃত্বে কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গবেষক গোষ্ঠী। আচরণবাদী আন্দোলনকে পৃষ্ঠপোষকতা করতে এগিয়ে এলেন Carnegie, Rockfeller ও Ford Foundation.

১. Eulau, Eldersveld, Janowitz, p. 7.

আচরণবাদের উদ্ভবে সাহায্য করেছে কতকগুলি বিষয়। *প্রথমত*, বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশক থেকেই রাজনীতির চিন্তাভাবনা, আলোচনার ক্ষেত্রে প্রথাগত, গতানুগতিক, রীতিবদ্ধ বিশ্লেষণ বা পদ্ধতিকে অতিক্রম করে নতুন উপকরণ, তথ্য সংগ্রহ, বৈজ্ঞানিকের সংগঠিত ও সুশৃঙ্খল ধারাকে গ্রহণ, মূল্য-নিরপেক্ষ রাজনীতি গড়ে তোলার এক প্রবণতা রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে লক্ষ করা গেল। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে 'Logic and Method of Science'-এর গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে এক ইতিবাচক সাড়া লক্ষ করা গেল।

দ্বিতীয়ত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল ও প্রবণতা আচরণবাদের বিকাশে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে। বর্তমান শতাব্দী দ্বিতীয় দশক থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই হয়েছে আচরণবাদী আন্দোলন ও গবেষণার উপযুক্ত পরিবেশ। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ থেকে গবেষকেরা এখানে মিলিত হয়েছেন গবেষণাগত নতুন কৌতূহল নিয়ে। রাজনীতির সাবেক দৃষ্টিভঙ্গি বা রীতিবদ্ধ ব্যাখ্যায় এঁরা সন্তুষ্ট হলেন না। এখানেই আচরণবাদ পরিচিত হল 'এক প্রতিবাদ আন্দোলন', 'বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি', 'গবেষণাগত নতুন ধারা', 'নতুন রাজনীতি', 'পদ্ধতির নতুন চ্যালেঞ্জ' হিসাবে। আচরণবাদ চিহ্নিত হল, 'a Mood', 'a Momentum', 'Successful renaissance' ইত্যাদি নামে। E. Kirkptarick জানালেন সাবেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ধারায় অসন্তুষ্ট হয়ে নতুন গবেষকেরা আশ্রয় নিয়েছেন আচরণবাদী গবেষণার ছত্রতলে।[১] ইউরোপের অন্যান্য অংশের চেয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই রাজনীতির বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও পদ্ধতি জনপ্রিয়তা পেয়েছে বেশি। রবার্ট ডাল, ভি. ও. কি (কনিষ্ঠ), ই. পেন্ডলেটন হেরিং, ডেভিড ট্রুম্যান, হেউনজ ইউলাউ, ডেভিড ইস্টন, মালফোর্ড সিবলে প্রমুখ অন্যান্য বহু মার্কিন বুদ্ধিজীবী এই আন্দোলন, নতুন গবেষণাগত প্রবণতা নিয়ে আলোচনা শুরু করেছেন, বিচার করতে বসেছেন এর তাৎপর্য, গুরুত্ব।

তৃতীয়ত, চল্লিশের দশক থেকেই জার্মান পণ্ডিত ও বিজ্ঞানীরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি দিয়েছেন গবেষণাগত নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে। আলবার্ট আইনস্টাইন এসেছেন পদার্থবিদ্যা নিয়ে গবেষণার জন্য। সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নতুন গবেষণাগত উপকরণ নিয়ে এসেছেন অনেক নতুন গবেষক। মার্কস, প্যারেটো, মোসকা, মিচেল, ওয়েবার, ডুর্কহাইম প্রমুখের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ রাজনীতির আলোচনায় প্রাধান্য পেল। সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি, মনস্তত্ত্ব ইত্যাদির ব্যাখ্যা প্রাধান্য পেল রাজনীতিতে। জনপ্রিয়তা পেল আন্তঃসমাজবিজ্ঞান কেন্দ্রিক আলোচনা। রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ব, রাজনৈতিক অর্থনীতি, রাজনৈতিক মনস্তত্ত্ব ইত্যাদি শৃঙ্খলা বা শাস্ত্র বৌদ্ধিক জগতে স্থান করে নিল।

চতুর্থত, মার্কিন বাস্তব পরিস্থিতি ও ব্যবস্থাকে সামনে রেখে রাজনীতির গবেষণা শুরু হল। তত্ত্বের সঙ্গে বাস্তবকে বোঝার চেষ্টা হল। বাস্তবকে জানার প্রয়োজনেই গ্রহণ করা হল আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। মার্কিন সমাজবিজ্ঞান সংস্থা এ ব্যাপারে প্রাথমিক উদ্যোগ নিয়েছে, গড়ে উঠেছে রাজনৈতিক গবেষক ও পণ্ডিতদের নিয়ে 'Committee on Political Behaviour'। বিতর্কসভা, আলোচনা সভা, সম্মেলন, পত্রপত্রিকা প্রকাশ সবকিছুর মাধ্যমেই অগ্রসর হল এই আন্দোলন। রাজনৈতিক ক্ষমতা, নেতৃত্ব, ভোটারদের আচরণ নিয়ে আলোচনা শুরু হল। কংগ্রেস, রাষ্ট্রপতি, ক্যাবিনেট, দলব্যবস্থা, নির্বাচন ইত্যাদির ওপর কৌতূহল, সমীক্ষা শুরু হল। পদ্ধতিগত বিপ্লব ঘটে গেল। সমীক্ষা, পরিসংখ্যান, বিজ্ঞানের নানা পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা শুরু হল।

আচরণবাদের উদ্ভবের পেছনে গবেষণাগত নতুনত্ব, পদ্ধতিগত বৈচিত্র্য ইত্যাদির কথা বলা হলেও মার্কসবাদীরা বলেন, আচরণবাদ হল মার্কসবাদের প্রচার ও প্রসার রোধে এক ধরনের মার্কিনি তৎপরতা। গবেষণাগত কৌশল যাই থাকুক না কেন আচরণবাদ পুঁজিবাদের সপক্ষে ও মার্কসবাদের বিপক্ষে এক সংগঠিত আন্দোলন। আগেকার উদার গণতান্ত্রিক ব্যাখ্যাকেই আচরণবাদের নতুন বোতলে নতুন ছাপ দিয়ে উপস্থিত করা হল।

● আচরণবাদের মূল বৈশিষ্ট্য ও নীতি

চার্লস ই. মেরিয়াম আচরণবাদের মধ্যে আবিষ্কার করেন 'broader observation of political prudence', 'some advance in the statistical measurement of political phenomena', '...faint beginnings of political

১. "The term served as a sort of umbrella, capacious enough to provide a temporary shelter for a heterogeneous group united only by dissatisfaction with traditional political science. Evron M. Kirkptarick, The Impact of Behavioural Approach on Traditional Political Science" in Austin Ranney, Essays on Behavioural Study of Politics (1962), p. 11.

psychology'। আচরণবাদ যে মনস্তত্ত্বকে আহ্বান করে তা ফ্রয়েডের মতো রোগীর মনস্তত্ত্ব বিচার নয়, রাজনীতির বাস্তব পরিস্থিতির বিচার ও বিশ্লেষণ। ডেভিড হিউমের মত, 'Logical Positivists'-এর দৃষ্টি নিয়ে আচরণবাদ ঘটনাকে মূল্যবোধ থেকে পৃথক করতে চায়। মেরিয়াম (New Aspects of Politics, 1925), ক্যাটলিন (The Science and method in Politics, 1927), স্টুয়ার্ট রাইস (Quantitative Methods in Politics', 1928), লাসওয়েল (Psycho-pathology and Politics, 1930) প্রমুখের গবেষণালব্ধ আলোচনার মধ্য দিয়ে আচরণবাদ পেয়েছে তাঁর বৌদ্ধিক অভিভাবকত্ব। পরবর্তীকালে ভি. ও. কি (কনিষ্ঠ), ডেভিড ট্রুম্যান, হার্বার্ট সাইমন, গ্যাব্রিয়েল অ্যালমন্ড, ফ্রাঞ্জ নিউম্যান, পল ল্যাজারসফেল্ড, হ্যানস স্পাইডার, রাইনহার্ড বেন্ডিক্স আচরণবাদী আন্দোলনে যে গভীরতা দান করেছেন তার সূত্রে আচরণবাদের কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য রাজনীতিতে পেশ করা যায়। রবার্ট ডালের কথায়, "Political Behaviouralism... aims at studying all the phenomena of government in terms of observed and observable behaviour of men and calls for closer attention to methodological niceties, to problems of observation and verification, to the task of giving operational meaning to political concepts...".[১]

ডেভিড ট্রুম্যান আচরণবাদ-পূর্ব রাজনীতির ছটি দুর্বলতাকে চিহ্নিত করেছেন—(১) রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে অসচেতনতা ; (২) রাজনৈতিক পরিবর্তন ও বিকাশ সম্পর্কে অপরীক্ষিত, আশাবাদী ভাবনা ; (৩) তত্ত্বের প্রতি উপেক্ষা ; (৪) অভিজ্ঞতাহীন বৈজ্ঞানিক চেতনা ; (৫) সংকীর্ণ মার্কিনি ঝোঁক ও সঠিক তুলনামূলক বিশ্লেষণের অভাব এবং (৬) বর্ণনার প্রাধান্য। ট্রুম্যান আশা করেন আচরণবাদ রাজনীতিকে এই 'preparadignatic' অর্থাৎ অবৈজ্ঞানিক অবস্থা থেকে 'paradignatic' অর্থাৎ প্রকৃতবিজ্ঞানের পর্যায়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে। ট্রুম্যান মনে করেন আচরণবাদের মূল কথা হল ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর আচরণকে বোঝা, অন্যান্য সমাজবিজ্ঞান থেকে উপকরণ সংগ্রহ করা, মূল্য নিরপেক্ষ বিজ্ঞান গড়ে তোলা, তথ্য ও পরিসংখ্যান নিয়ে প্রকৃত অভিজ্ঞতাবাদী রাজনীতি গড়ে তোলা।

শিকাগো গোষ্ঠী আচরণবাদের মধ্যে আবিষ্কার করেছে (১) বিষয়বস্তুর নতুনত্ব, (২) আন্তঃসামাজিক বিজ্ঞান সম্পর্কের বিকাশ, (৩) নতুন পদ্ধতি, (৪) গতিশীলতা। হ্যারল্ড ভি লাসওয়েল মনে করেন বিষয়বস্তু নির্বাচন ও বিশ্লেষণ, তত্ত্বের ব্যবহার, অভিজ্ঞ পদ্ধতির প্রয়োগ, পরিসংখ্যান সংগ্রহ ও তার ব্যবহার আচরণবাদী গবেষণার মৌলিক বৈশিষ্ট্য। ই. কার্কপ্যাট্রিক আচরণবাদের মধ্যে আবিষ্কার করেন সুস্পষ্ট পদ্ধতিগত কৌশল। ইউলাউ, এলডার্সভেল্ড ও জানোউইটজের মতে আচরণবাদের চারটি বৈশিষ্ট্য হল, (১) বিশ্লেষণের একক হিসাবে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর আচরণের ওপর গুরুত্ব আরোপ, (২) সামাজিক মনোবিদ্যা, সমাজতত্ত্ব ও সাংস্কৃতিক পুরাতত্ত্বের গবেষণাগত ধারণাকে গ্রহণ করা, (৩) তত্ত্ব ও গবেষণার পরস্পর নির্ভরতার ওপর গুরুত্ব দেওয়া এবং (৪) কঠোর গবেষণাগত পরিকল্পনা ও পদ্ধতি গ্রহণ করা। ডেভিড ইস্টন আচরণবাদের দুটি বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন—(১) আন্দোলন হিসাবে আচরণবাদী গবেষণা—এই বৌদ্ধিক স্রোতে অবগাহন করেছেন রাজনীতির বহু ছাত্র ও গবেষক। (২) আচরণবাদের সুনির্দিষ্ট অনুমানগুলি হল নিয়মানুবর্তিতা (Regularities), সত্য যাচাই (Verification), প্রয়োগ কৌশল (Techniques), পরিমাণ (Quantification), মূল্য নিরপেক্ষতা (Value Neutrality), বৈজ্ঞানিক উদ্যোগ (Scientific Enterprise), প্রণালীবদ্ধ আলোচনা (Systematization) এবং সংযুক্তি (Integration).

আচরণবিজ্ঞানীদের গবেষণাগত ভাবনা ও বিশ্লেষণকে বিচার করে আচরণবাদের সাধারণ নীতিগুলিকে চিহ্নিত করা সম্ভব :

(১) রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাজনৈতিক জ্ঞানের সংগঠিত বিকাশের স্বার্থে শুধুমাত্র বর্ণনাত্মক আলোচনার ওপর নির্ভরশীল হবে না, আলোচনাকে আরও গভীর ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের স্তরে নিয়ে যেতে হবে।

(২) প্রতিষ্ঠান সর্বস্ব আলোচনা এখন তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়, ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর আচরণকে পর্যবেক্ষণ করা এবং উপাত্ত (Data) হিসাবে গ্রহণ করাই বর্তমানের প্রবণতা।

১. Robert Dahl. "The Behavioural Approach to Politics : Epitaph for a Monument to a Successful Protest, in Gould and Thursby (eds.) Contemporary Political Thought : Issues in Scope, Values and Direction (1968), p. 124.

(৩) উপাত্তকে স্থির, সঠিক পরিমাপের ভিত্তিকে গ্রহণ করতে হবে এবং অনুসন্ধানের ভিত্তি হবে পরিমাপযোগ্য উপাত্ত।

(৪) তত্ত্বনির্ভর গবেষণা, অভিজ্ঞতা নির্ভর অনুমানকে গুরুত্ব দিয়েই অগ্রসর হবে আচরণবাদী আলোচনা। এই আলোচনার সাধারণ লক্ষ্য হবে অতি-সাধারণীকরণের প্রবণতাকে ত্যাগ করা এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক ধারণার সম্পর্ককে বোঝা ও ব্যাখ্যা করা।

(৫) সাধারণ গবেষণার পরিবর্তে পরীক্ষালব্ধ গবেষণা রাজনীতির বিজ্ঞাননিষ্ঠ আলোচনার ক্ষেত্রে অধিক সহায়ক।

(৬) রাষ্ট্রবিজ্ঞান যথাসম্ভব মূল্য নিরপেক্ষ হবে। অভিজ্ঞতা বা বাস্তব পরিস্থিতির স্বার্থে যেখানে মূল্যবোধকে একান্তই বর্জন করা সম্ভব নয়, সেখানে মূল্যবোধ থাকতে পারে।

(৭) অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানের দক্ষতা, কৌশল ও ধারণা থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান অভিজ্ঞতা অর্জন ও সঞ্চয় করবে।

(৮) রাষ্ট্রবিজ্ঞান তার পদ্ধতি সম্পর্কে আত্মসচেতন হবে, এক্ষেত্রে সমালোচনার অবকাশ থাকবে। গবেষকের মূল্যবোধ বা পছন্দের ব্যাপার এখানে গুরুত্ব পাবে না। গবেষণায় পরিকল্পনা ও প্রয়োগ বিচারে মূল্যবোধ বর্জিত হওয়াই কাম্য। গবেষণায় ব্যবহৃত হবে নতুন নতুন উপাদান, যেমন—Multivariate Analysis, Scale Analysis, Factor Analysis, Sample Survey, বিভিন্ন আঙ্কিক ও পরিসংখ্যানগত মডেল ও কমপিউটর-লব্ধ পদ্ধতি।

মনে রাখা দরকার সবচেয়ে অনুগত একজন আচরণবিজ্ঞানীও আচরণবাদের এই সবকটি নীতি বা বৈশিষ্ট্যের একত্রে প্রয়োগ ঘটবে এমন আশা করেন না। প্রায় সব লেখকই মনে করেন এই সমস্ত নীতিগুলির এক-একটি বৈশিষ্ট্যের প্রয়োগযোগ্যতা নিয়ে ভাবতে হবে। গবেষকেরা কী বলেন, কোন্ বৈশিষ্ট্যটি নিয়ে ভাবেন এটা দেখতে হবে। সম্ভব্য মাত্রা রেখে, গুণগত মান বজায় রেখে, বাস্তবতা বিচার করে গবেষণা চলুক, অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সমতা রক্ষা হোক এটাই আসল কথা। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর দৃষ্টি থাকবে উপযুক্ত পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষানিরীক্ষা ও বিশ্লেষণের দিকে, প্রাসঙ্গিক আলোচনার দিকে, তত্ত্বের অভিজ্ঞতালব্ধ ব্যবহারের দিকে। অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানের অভিজ্ঞতা গ্রহণ করে পরিস্থিতিকে প্রয়োজনমতো বিচার করেই অগ্রসর হবেন আচরণবিজ্ঞানী।

আচরণবাদ বিজ্ঞানধর্মী, গঠনমূলক, ভবিষ্যতের প্রতি আহ্বান। এর দৃষ্টি অগ্রবর্তী, ঐতিহ্যবাহী বা প্রভুত্বব্যঞ্জক নয়—একথা বলেছেন মেরিয়াম। ইস্টন আচরণবাদে লক্ষ করেছেন রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে এক নতুন দৃষ্টি, বিশ্লেষণের নতুন উপাদান, বিকল্প ধারণা এবং গবেষণার নতুন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। আচরণবাদের সম্পূর্ণ এবং স্পষ্ট যে তালিকা নির্দেশ করা হয়েছে, যেসব বিষয়ের প্রতি আচরণবাদী গবেষক অনুগত থাকবেন বলে ধরা হয়েছে তা নিঃসন্দেহে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় এক নতুন দৃষ্টি এনেছে। রাজনীতির বিজ্ঞান গড়তে এর আবেদন অনস্বীকার্য।

● **সমালোচনা :** আচরণবাদ দুর্বলতামুক্ত নয়। সমালোচকেরা আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে নানা অভিযোগ তুলেছেন :

১. আচরণবাদের প্রবক্তারা তাঁদের আন্দোলনের অর্থ বা অবস্থান কী এ বিষয়ে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলতে পারেন নি। ইস্টন প্রশ্ন তুলেছেন, "...the approach is so new and its limits so poorly defined that it is doubtful whether we could arrive at a consensus on its positive aspects. First we would find it extremely difficult to come to terms about who among political scientists ought to be identified as behavioural researchers—that is, about who are the authentic members of the movement or its valid practitioners. Second, we would also find sharp disagreement on where the emphasis in behavioural research ought to lie."[১] ইস্টন আচরণবাদী আন্দোলনের সমর্থকদের অবস্থান ও আনুগত্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। আচরণবাদের বিবৃতি, পছন্দ, সংগঠন কোনো কিছুর মধ্যেই এর সঠিক অবস্থানকে চিহ্নিত করা যায় না। ইস্টন আচরণবাদের আলোচনাক্ষেত্রে সীমিত ও বিচ্ছিন্ন প্রবণতা লক্ষ করেন। তাঁর মতে এই আন্দোলন একান্তই প্রাথমিক পর্যায়ের, এর মধ্যে

১. Easton A Framework for Political analysis, p. 4.

নিষ্ঠা বা দৃঢ় বিশ্বাসের একান্ত অভাব। তাঁর অভিযোগ, "The political science profession has... been spared the trauma of institutional schism... unexpected costs have been incurred.' আন্দোলনের কে যে বৈধ সদস্য, কে সমর্থক, কে শুভানুধ্যায়ী, কে সমালোচক বোঝা কঠিন।

ইস্টন আচরণবাদে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ আছে কিনা, এটি শুধুমাত্র পদ্ধতিগত ঝোঁকের অতিরিক্ত কিছু কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। আচরণবাদীদের উপাত্ত সংগ্রহ, অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানের অনুসন্ধানী দৃষ্টিকে গ্রহণ করার বা বাস্তবকে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে ভূমিকা কতটা এ নিয়ে সন্দেহ আছে। আচরণবাদকে 'empty bottle into which one pours any kind of wine, new or old' বলতেও তিনি দ্বিধা করেন না। আচরণবাদের পদ্ধতিগত ব্যাখ্যা, অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের প্রশ্ন, অন্যান্য নীতি সম্পর্কেও সন্দেহ আছে।

(২) আচরণবাদীদের কাছে 'রাষ্ট্র' গুরুত্ব হারিয়েছে এর অর্থ এই নয় যে আচরণবাদ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আড়ালে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার নিপীড়ন, কার্যাবলি, সংকট থেকে আমাদের দৃষ্টি সরিয়ে নিতে চাইছে। আচরণবাদীদের সূত্র বা কৌশল থেকে রাজনৈতিক জীবনের সম্ভাব্য বিপথগামিতাকে জানা যাবে। প্রলেতারিয়েতের আচরণ বা পুঁজিবাদী সমাজের বিযুক্ত ও বিচ্ছিন্ন মানুষকে জানতে আচরণবাদ সাহায্য করে কী?

(৩) 'রাজনীতির বিজ্ঞান' সম্পর্কে এত তাড়াতাড়ি কিছু বলা, রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কে কোনো নিয়ম বা ধারণা প্রতিষ্ঠা করার হঠকারি প্রবণতা সমর্থনযোগ্য নয়। কোনো কিছু পরিমাপ করা বা পরীক্ষা করে দেখার জন্য যে নির্ভরযোগ্য উপাদান দরকার তা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আছে কি? অন্য শাস্ত্রের সঙ্গে মিলেমিশে চলার, দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপারটি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের স্বাতন্ত্র্যের পক্ষে কতটা স্বচ্ছন্দ তা ভেবে দেখা দরকার।

(৪) অভিজ্ঞতাবাদের ওপর নির্ভরশীল হতে গিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাজনৈতিক জীবনকে বুঝতে দার্শনিক, ঐতিহাসিক, নৈতিক প্রশ্নকে উপেক্ষা করেছে। পদ্ধতিগত শুদ্ধতা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পক্ষে বাড়াবাড়ি মনে হতে পারে। বিজ্ঞানের ছদ্মবেশ পড়ে মানবিক আচরণকে না বোঝায় এক চতুর কৌশল বলে আচরণবাদের বিরুদ্ধে অনেকে অভিযোগ এনেছেন।

(৫) সাবেক বা সনাতন রাষ্ট্রবিজ্ঞান পদ্ধতিগত সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামায় না বা পদ্ধতিগত প্রশ্নকে গুরুত্ব দেয় না একথা ঠিক নয়। পদ্ধতিগত সমস্যাকে এঁরাও সমাধান করেন নিজের মতো করে। সুতরাং আচরণবাদীরা এক্ষেত্রে অভিনবত্বের দাবি করতে পারেন না।

(৬) এমন অভিযোগও করা হয় আচরণবাদ এক ধরনের বিকৃত, স্থূল বিজ্ঞানবাদকে প্রতিষ্ঠা করে, কারণ এটি জ্ঞানের বিকাশের ক্ষেত্রে কোনো পর্যাপ্ত তত্ত্ব নয়। রাজনৈতিক জীবনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে মূল্যবোধকে বর্জন করা সম্ভব নয়। অভিজ্ঞতাবাদী অনুসন্ধানের ক্ষেত্রেও সামাজিক, নৈতিক প্রশ্নকে অনেক ক্ষেত্রে অগ্রাহ্য করা হয় না। যেখানে মূল রাজনৈতিক সমস্যাটি অসাম্য, সামাজিক বিরোধ এবং অনৈতিকতাকে কেন্দ্র করে, সেই উন্নতিশীল রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে আচরণবাদ অপ্রাসঙ্গিক। উন্নতিশীল দেশের সমস্যাকে মূল্য নিরপেক্ষভাবে বিচার করা সম্ভব নয়।

আচরণবাদ বিরোধীরা মনে করেন রাষ্ট্রবিজ্ঞান বাস্তব অর্থে কখনই বিজ্ঞান নয়। বিজ্ঞানের কোনো ধর্মই বা বৈশিষ্ট্যই এখানে প্রযুক্ত নয়। মানবিক আচরণকে বৈজ্ঞানিক, পদ্ধতিগত নিয়ম দিয়ে বোঝা কখনোই সম্ভব নয়। পরীক্ষানিরীক্ষার প্রশ্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অবান্তর। বিভিন্ন মানুষের আচরণকে বিজ্ঞানের পরীক্ষার নিয়ম বা জালে বন্দি করা সম্ভব নয়। ব্যক্তি বা গোষ্ঠী একটি সাংগঠনিক বা সামাজিক পটভূমিতে ক্রিয়াশীল। সমাজ বা প্রতিষ্ঠানের নিয়ম দিয়েই তাদের বুঝতে হবে। পরিসংখ্যান বা আঙ্কিক নিয়ম ব্যক্তির ক্ষেত্রে খাটে না। রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে দার্শনিক বা ঐতিহাসিক পটভূমি জানা জরুরি। রাজনৈতিক বিষয় নৈতিক বা দার্শনিক প্রশ্ন উপেক্ষা করতে পারে না। আন্তঃসামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সতর্কভাবে ব্যবহার করতে হবে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মর্যাদা বা স্বাতন্ত্র্য যাতে ক্ষুণ্ণ না হয় তা দেখতে হবে।

আচরণবাদের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলির সত্যতা থাকতে পারে তবে অনেক ক্ষেত্রেই তা অতিরঞ্জন। আচরণবাদ রাজনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে পরিবর্তন এনেছে একথা অসত্য নয়। আচরণবাদ রাষ্ট্র ধারণাকে উপেক্ষা করেছে একথাও ঠিক নয়। তবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে পদার্থবিজ্ঞানের পথে পরীক্ষানিরীক্ষা চলবে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের নিয়ম রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মতো

এক সামাজিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কার্যকর হবে এতটা আশা করা সঠিক নয়। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মতো পরীক্ষানিরীক্ষার সুযোগ এখানে নেই, সুবিধাও নেই এবং সুযোগ থাকলেও এই পরীক্ষা সম্ভব নয়। লক্ষ্যের দিকে চেয়েই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা চলবে, পদ্ধতিগত বিতর্ক বড়ো কথা নয়। পদ্ধতিগত প্রশ্ন বিষয়ের গুরুত্ব হ্রাস করতে পারে। আইন প্রণয়ন, বিচারকার্য, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, জনমত যাচাই এসবই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূল প্রশ্ন। এক্ষেত্রে পদ্ধতিগত প্রশ্ন নয়, নীতিগত, মানবিক ধারণাই গুরুত্ব পায়। উন্নতিশীল রাষ্ট্রে উন্নয়ন, সমতা, ন্যায্য বণ্টন, জাতি গঠনের সমস্যা, সমাজ পরিবর্তনের সমস্যা গুরুত্বপূর্ণ। আচরণবাদ এই সমস্যার সমাধান নয়। পদ্ধতিগত বাতিক নিয়ে এসব সমস্যাকে বিচার করা সম্ভব নয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মর্যাদা বাড়াতে বিজ্ঞানের সূত্র বা নিয়মকে যতটা বা যেমন ব্যবহার করা উচিত সেদিকে দৃষ্টি রেখেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অগ্রসর হবেন। মানবিক উদ্দেশ্য ও সামাজিক লক্ষ্যকে সফলভাবে কার্যকর করাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কাজ। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সে ব্যাপারেই সতর্ক হবেন।